পাক্ষিক

আহমদী

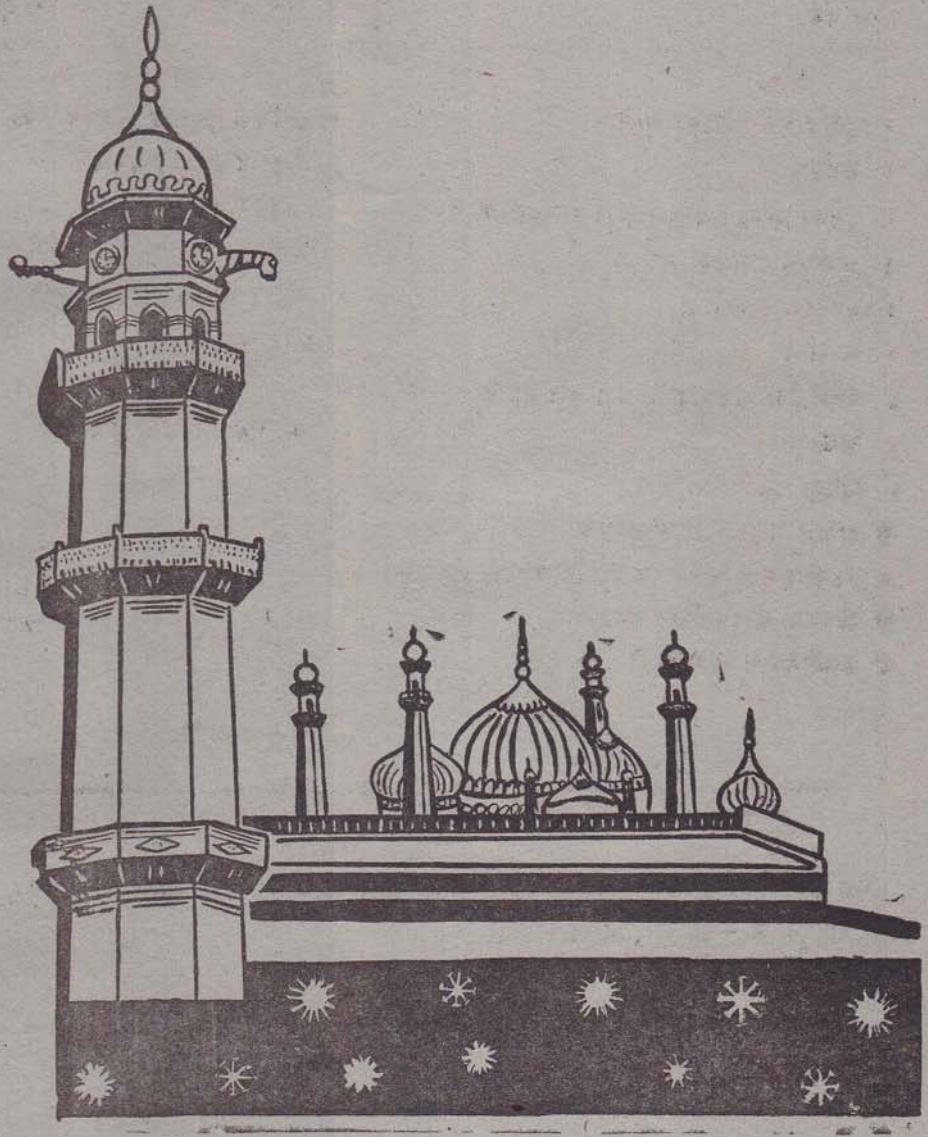

সম্পাদক :—এ. এইচ. মুহাম্মদ আলী আনওয়ার।

বার্ষিক চাঁদা
পাক-ভারত—৫ টাকা

৬ষ্ঠ সংখ্যা
৩০শে জুলাই, ১৯৬৮

বার্ষিক চাঁদা
অন্যান্য দেশে ১২ শিঃ

আহ্‌মদী
২২শ বর্ষ

সূচীপত্র

৬ষ্ঠ সংখ্যা
৩০শে জুলাই, ১৯৬৮ ইসাব্দ

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
॥ কোরআন করীমের অনুবাদ	॥ মৌলবী মুমতাজ আহ্‌মদ (রহঃ)	॥ ৫৫৩
॥ হাদিস	॥ অনুবাদক—মোহাম্মাদ	॥ ৫৫৫
॥ হযরত মসিহ মওউদ (আঃ) এর অমৃত বাণী	॥ অনুবাদক - মোহাম্মাদ	॥ ৫৫৫
॥ জুমআর খোতবা	॥ অনুবাদক—চৌধুরী শাহাবুদ্দীন আহমদ	॥ ৫৫৬
॥ হায়াতে তাইয়্যেবা	॥ অনুবাদক—এ. এইচ. মুহাম্মদ আলী আনওয়ার	৫৬৩
॥ আহ্বান	॥ মোহাম্মদ আবদুস্ সাত্তার	॥ ৫৬৭
॥ ইসলামের তবলিগী প্রচেষ্টা এবং উন্নতি	॥	॥ ৫৬৮
॥ অন্তরমুখী	॥ মোহাম্মদ মোস্তফা আলী	॥ ৫৬৯
॥ বিভিন্ন পত্র পত্রিকা হইতে		॥ ৫৭০
● লণ্ডনে আহমদীয়া কনফারেন্স		
● ২২টি ভাষায় পবিত্র কোরানের অনুবাদ প্রকাশিত		
● শ্রীনগরে যীশু-মসীহর কবর		
● একটি মহান ভবিষ্যদ্বানী		

ভুল—শুদ্ধি

গত ১৫ই জুলাই ৬৮ সংখ্যার ৫৪১ পৃষ্ঠার প্রথম কলামের ১৭ লাইনের (দেখুন, ঝং—৬ই জুন ১৯৬৯) স্থলে, (দেখুন, জং—৬ই জুন, ১৯৬৮) হইবে।

بسم الله الرحمن الرحيم

نحمده ونصلي على رسوله الكريم

وعلى عبده المسيح الموعود

পাক্ষিক

আহ্‌মদী

নব পর্যায় : ২২শ বর্ষ : ৩০শে জুলাই : ১৯৬৮ সন : ৬ষ্ঠ সংখ্যা

॥ কোরআন করীমের অনুবাদ ॥

মৌলবী মুমতাজ আহ্‌মদ সাহেব (রহঃ)

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

সুরা ইউনুস

১১শ রুকু

১০৫॥ তুমি বল, হে লোকগণ, যদি আমার (আনীত) ধর্ম সম্বন্ধে কোন প্রকার সন্দেহ থাকিয়া থাকে, তবে (শুনিয়া লও যে,) তোমরা আল্লাহ্ ব্যতীত যাহাদের ইবাদাৎ কর, আমি তাহাদের ইবাদাৎ করি না ; বরং আমি সেই আল্লাহ্‌র ইবাদাৎ করি, যিনি

তোমাদিগকে মৃত্যু দিবেন এবং আমি বিশ্বাস-স্থাপনকারীদের অন্তর্ভুক্ত হইতে আদিষ্ট হইয়াছি।

১০৬॥ এবং (আদিষ্ট হইয়াছি যে,) তুমি একনিষ্ঠ-ভাবে এই ধর্মের প্রতি অভিমুখী হও এবং কখনও অংশীবাদীদিগের পর্যায়ভুক্ত হইও না।

১০৭॥ এবং তুমি আল্লাহ্‌কে ছাড়িয়া এমন বস্তুকে আহ্বান করিও না, যে তোমার কোন উপকারও করিতে পারে না এবং কোন অনিষ্টও করিতে পারে না। যদি তুমি এরূপ কর, তবে সীমালঙ্ঘনকারীদের অন্তর্গত হইবে।

১০৮॥ যদি আল্লাহ্‌ তোমাকে কোন কষ্ট দেন, তবে তিনি ব্যতীত অন্য কেহ উহা দূর করিতে পারিবে না। এবং যদি তোমাকে কোন মঙ্গলদানের ইচ্ছা করেন, তবে তাঁহার অনুগ্রহকে কেহ রোধ করিতে পারিবে না। তিনি তাঁহার বান্দাগণের মধ্যে যাহাকে ইচ্ছা অনুগ্রহ দান করেন এবং তিনি অতীব ক্ষমাশীল, পরম দয়াময়।

১০৯॥ তুমি বল, হে লোকগণ! নিশ্চয়ই তোমাদের প্রভুর নিকট হইতে সত্য সমাগত হইয়াছে; অনন্তর যে কেহ (তাঁহার) হেদায়েত গ্রহণ করিয়াছে, নিশ্চয়ই সে তাহার নিজের উপকারের জন্যই হেদায়েত গ্রহণ করিয়াছে এবং যে বিপথগামী হইয়াছে, নিশ্চয়ই তাহার বিপদগামী হওয়া তাহার নিজেরই জন্য ক্ষতিকর এবং আমি তোমাদের উপর কোন প্রহরী নহি।

১১০॥ তোমার প্রতি যাহা কিছু অবতীর্ণ করা হয়, তুমি তাহার অনুগমন কর এবং ধৈর্য ধারণ কর, যে পর্যন্ত না আল্লাহ্‌ মীমাংসা করিয়া দেন এবং নিশ্চয়ই তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ মীমাংসাকারী।

★

॥ হাদিস ॥

অবিভাবক ব্যতিরেকে বিবাহ হয় না

(১) অবিভাবক ব্যতিরেকে বিবাহ হয় না।
(আহমদ, তিরমিযি, আবু দায়ুদ ও ইবনে মাযা)।

(২) যে স্ত্রীলোক বিনা অভিভাবকে বিবাহ করে, তাহার বিবাহ বাতিল, তাহার বিবাহ বাতিল, তাহার বিবাহ বাতিল। (ঐ)।

(৩) কোন স্ত্রীলোক অন্য স্ত্রীলোকের বিবাহ দিবে না, অথবা কোন স্ত্রীলোক নিজে বিবাহ করিবে না। নিশ্চয় সেই স্ত্রীলোক ব্যাভিচার করে, যে নিজে বিবাহ করে। (ইবনে মাযা)।

অনুবাদ—মোহাম্মাদ

★

॥ হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)-এর অমৃতবাণী ॥

মহা ভূমিকম্পের ভবিষ্যদ্বাণী

হে নিদ্রিত ব্যক্তিগণ! শীঘ্র জাগ্রত হও,
ঘুমের সময় এ নহে।
আল্লাহ্‌র বাণী যে সংবাদ দিয়াছে,
উহাতে হৃদয় ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছে॥
ভূমিকম্পে
ভূপৃষ্ঠ উলট পালট হইতে আমি দেখিতেছি।
সময় সন্নিকট,
প্লাবন দ্বারদেশে উপস্থিত হইয়াছে॥
দয়াল প্রভু পুণ্যাত্মাদের সাহায্য পথের
মাথায় খাড়া আছেন।
পুণ্যাত্মাদের জন্য কোন দুশ্চিন্তা নাই,
যদিও ঘূর্ণাবর্ত বড় ভয়ঙ্কর॥
উদ্যত প্লাবন হইতে কোন তরী
আজ বাঁচাইতে পারিবে না।
সকল প্রচেষ্টা আজ নিষ্ফল,
একমাত্র অনুতাপ-গ্রহণ-কারীর দিকের পথটিই
খোলা আছে॥ [দুররে সমীন]

অনুবাদ—মোহাম্মাদ

★

জুমুয়ার খোতবা

হযরত খলিফাতুল মসীহ সালেস (আইঃ) কর্তৃক ১০ই হিজরত (মে) তারিখে রাবওয়ার মসজিদে মোবারকে প্রদত্ত খোতবা।

ইহা আল্লাহ্তায়ালার বিশেষ অনুগ্রহ যে, আর্থিক কুরবানীর ক্ষেত্রে তিনি জামাতে আহ্মদীয়াকে অগ্রগামী থাকিবার তৌফিক দান করিয়াছেন। জামাতের মুখলেসদিগের লাজেমী চাঁদার পরিমাণ গত বৎসরের তুলনায় এবার তিন লক্ষ আশি হাজারেরও অধিক বৃদ্ধি পাইয়াছে। আল্হামদোলিল্লাহ্। গ্রাম্য জামাত সমূহকে কুরবানীর দিকে বিশেষভাবে মনোযোগী হওয়া উচিত, যাহাতে তাহারাও অধিকতররূপে খোদার রহমতের উত্তরাধিকারী হইতে পারে। আল্লাহ্ তায়ালার রাস্তায় অর্থব্যয়কারীকে এই পৃথিবীতেও কল্যাণ দান করা হয় এবং পরকালের জীবনেও তাহাদিগকে অনন্ত জান্নাত দান করা হয়।

তাশহুদ, তাউজ ও সুরা ফাতেহা তেলাওয়াতের পর হুজুর পুরনূর

يا ايها الذين امنوا انفقوا مما رزقناكم من قبل ان يا تى يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكفرون هم الظلمون ٥ ان تقرضوا الله قرضا حسنا يضعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم

আয়াত তেলাওয়াত করিবার পর বলন ঃ

আল্লাহতায়ালার বিরাট এহ্সান। তাঁহার প্রশংসায় আমার হৃদয় পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছে যে, তিনি জামাতে আহ্মদীয়াকে আর্থিক কুরবানীর ক্ষেত্রে এমন তৌফিক দান করিয়াছেন যে, জামাত গত সনে (অর্থাৎ গত এপ্রিল মাসে যে সন শেষ হইয়াছে) ইহার পূর্বসন অপেক্ষা লাজেমী চাঁদা তিন লক্ষ আশি হাজারের অধিক টাকার কোরবাণী নিজ প্রভুর সান্নিধ্যে উৎসর্গ করিয়াছে। আল-হামদো-লিল্লাহে আলা যালেকা।

আল্লাহ্তায়ালা সুরা তাগাবুনে ইহা বর্ণনা করিবার পর বলেন যে, যদি তুমি খোদাতায়ালার পথে ব্যয় কর, তবে ইহাতে তোমার নিজের আত্মারই মঙ্গল হইবে, তিনি বলিতেছেন, যদি নিজ অর্থ হইতে একটি বিশেষ অংশ পৃথক করিয়া রাখিয়া দাও, তবে তিনি উহা তোমার জন্য বৃদ্ধি করিবেন।

এই বৃদ্ধি পৃথিবীতে এইভাবে প্রকাশ পাইয়া থাকে এবং পরকালের জীবনে ইহা নিজরূপে প্রকাশ পাইবে। পৃথিবীতে ইহা আর্থিক বৃদ্ধির আকারেও প্রকাশ পাইয়া থাকে এবং তাকওয়া ও আন্তরিকতার দিক দিয়াও মানুষ অগ্রগামী হইয়া থাকে। কারণ "يغفر لكم" মানবের উন্নতির পথে যে অন্তরায়ের সৃষ্টি হয় এবং তাহার রূহানি উন্নতিকে যাহা রুদ্ধ করিয়া দেয়, তাহা আল্লাহতায়ালা দূর করিয়া নিজ ক্ষমার চাদর দ্বারা তাহাকে আচ্ছাদন করিয়া থাকেন। আল্লাহ্তায়ালা অপেক্ষা অধিক মর্যাদা প্রদানকারী এবং কৃতজ্ঞ আর কে হইতে পারে? যদিও তিনি সমস্ত জড় পদার্থের প্রকৃত মালিক

এবং আমরা যাহা কিছু পাইয়া থাকি, সমস্তই তাঁহার এবং তাঁহারই দান। কিন্তু আল্লাহ্তায়ালা যখন নিজ দাসকে পার্থিব মাল কিছু দান করেন এবং তাঁহার দাস আল্লাহতায়ালার নির্দেশ অনুযায়ী তাঁহার সন্তুষ্টির জন্য উক্ত মাল হইতে কিছু ফেরত দেয়, তখন তিনি তাঁহার (দাসের) এই দানের প্রতি সম্মান দেখাইয়া থাকেন এবং সেই কৃতজ্ঞ প্রভু পৃথিবীতেও উহা বৃদ্ধি করেন এবং পরকালেও রূহানি উন্নতির ব্যবস্থা করিয়া থাকেন এবং পরলৌকিক জীবনে তিনি যে উন্নতি বিধান করিয়া থাকেন, তাহার ধারণা এই স্থূল মস্তিক করিতে পারে না। কারণ এই ক্ষণস্থায়ী জীবনে মানুষ আল্লাহ্তায়ালার জন্য যে ত্রুটিপূর্ণ সামান্য আমল ও কোরবানী করিয়া থাকে, তাহার বিনিময়ে আল্লাহ্তায়ালা অনন্ত জান্নাত দান করিয়া থাকেন।

পৃথিবীতে বিভিন্ন আকারে এই উন্নতি হইয়া থাকে। এখন আমি সমস্ত জামাতকে সাধারণভাবে এবং জামাতভুক্ত চাষীগণকে বিশেষভাবে যে বিষয়ের দিকে আকৃষ্ট করিতে চাই, উহা এই যে, বিগত দুই বৎসরে আল্লাহ্তায়ালা এমন অবস্থার সৃষ্টি করিয়াছেন, যাহার ফলে চাষীদের আয় পূর্বাপেক্ষা তিনগুণ চারি গুণ বা পাঁচগুণ হিসাবে বৃদ্ধি পাইতেছে এবং ভবিষ্যতে ইহা অপেক্ষাও অধিক বৃদ্ধি পাইবার সুযোগ সম্ভাবনা এবং আশা আছে। সুতরাং তাহারা যদি নির্ভুল পদ্ধতি এবং সঠিক পন্থা অবলম্বন করে, তাহা হইলে আল্লাহ্তায়ালা নিজ ওয়াদা অনুযায়ী অধিক বরকত দিবেন।

কিন্তু চাষীদের মধ্যে দুই প্রকারের লোক আছে। পবিত্র কোরআনে বর্ণিত আছে যে, গ্রামবাসীদের মধ্যে একদল আছে, من يتخذ ما ينفق مغرما অর্থাৎ যখন তাহারা আল্লাহ্তায়ালার জামাতে প্রবেশ করে এবং জামাতের কায়েদ বা রাহ্বার তাহাদের দৃষ্টি কোরবানীর দিকে আকর্ষণ করেন এবং আল্লাহ্র রাস্তায় নিজ মাল ব্যয় করিবার জন্যও তাহাদের মনোযোগ আকর্ষণ করেন, তখন তাহাদের মধ্যে এমন কতক লোক দেখা যায়, যাহারা আল্লাহ্র রাস্তায় ব্যয় করাকে ক্ষতিকর বলিয়া মনে করিয়া থাকে এবং তাহাদের মধ্যে ইসলাম এখনও পরিপক্কতা লাভ করে নাই। তাহাদের সভাবের মধ্যে প্রফুল্লতা আসে নাই। তাহারা বিশ্বাস এবং কপটতার মধ্য পথে দাঁড়াইয়া আছে।

আল্লাহ্তায়ালা তাহাদিগকে ঈমানের দিকে আকর্ষণ করুন এবং কপটতা হইতে রক্ষা করুন। কিন্তু তাহাদেরও স্মরণ রাখা উচিত যে, আল্লাহ্-তায়ালা যাহা চাহিয়াছেন, উহা তাঁহারই দেওয়া। নিজেরই বস্তু নিজে গ্রহণ করিয়া আমাদিগকে ঈমান ও তাঁহার রহমত পাইবার হকদার করিয়াছেন। ইহাতেও যদি আমাদের হৃদয় প্রফুল্ল না হয় এবং আমাদের হৃদয় হইতে কৃপণতা দূর না হয় এবং ইহাতেও যদি তাঁহার পথে কুরবাণী করাকে নিজের জন্য সর্বপ্রকার লাভজনক মনে করিতে না পারি, তাহা হইলে ইহা আমাদের জন্য দুর্ভাগ্য ও দুরাদৃষ্টের কিন্তু গ্রামের অধিবাসীগণ শুধু এমনই হয় না, বরং কথা। অন্যরূপও হয়।

ومن الاعراب من يومن بالله واليوم الاخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوت الرسول الا انها قربة لهم سيدخلهم في رحمته ان الله غفور رحيم -

আল্লাহ্তায়ালা এই আয়াতে বলিয়াছেন যে, গ্রাম্য লোকদের মধ্যে এমন কতক লোক আছে, যাহারা আল্লাহ্র প্রতি এবং শেষ দিনের প্রতি ঈমান আনয়ন করে এবং ঈমানে তাহারা বিশ্বস্ত থাকে, এবং তাহারা মৌখিক যে দাবী করিয়া থাকে, কার্য

দ্বারা তাহার প্রমাণও করিয়া থাকে। তাঁহারা এই পরিপক্ক বিশ্বাসের উপর কায়েম থাকে যে, একদিন তাহাদিগকে এই পৃথিবী ছাড়িতে হইবে এবং হাশরের দিন নিজ প্রভু সমীপে উপস্থিত হইতে হইবে এবং তিনি তাহাদিগকে তাহাদের আমল সম্বন্ধে জিজ্ঞাসাবাদও করিবেন। সেই জন্য নিজেদের শক্তি সামর্থ অনুযায়ী তাহারা আল্লাহ্‌র রাস্তায় যাহা ব্যয় করে, কিম্বা নিজেদের অর্থ হইতে যাহা ব্যয় করে, তাহা আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভের হেতু বলিয়া মনে করে অর্থাৎ তাহারা মনে বিশ্বাস পোষণ করে যে, এই সামান্য অস্থায়ী স্বার্থ বলিদান করিয়া, তাহারা অবশ্য অবশ্য আল্লাহ্‌তায়ালার অনন্ত সন্তুষ্টি অর্জন করিবে, কারণ তিনি এইরূপ ওয়াদা করিয়াছেন এবং তাহারা নিজেদের এই কুরবানীকে রসুল আকরাম (সাঃ) এর দোয়ার কারণ বলিয়া মনে করিয়া থাকে।

শেষ বিচার দিবস পর্যন্ত রসুল করীম (সাঃ)-এর যত উম্মত জন্মিতে থাকিবে, তিনি তাহাদের সকলের জন্য অশেষ দোওয়া করিয়াছেন; নবী করীম (সাঃ)-এর মাধ্যমে আল্লাহ্‌তায়ালার খেলাফতের এক সুদীর্ঘ সিলসিলা কেয়ামতকাল পর্যন্ত স্থায়ী থাকিবে এবং তাহারা রসুল করীম (সাঃ)-এর কর্তৃত্বাধীনে সকলের জন্য দোওয়া করেন এবং তাহাদের দুঃখ কষ্টকে দূর করিবার জন্য দোওয়া ও ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। তাহাদের সুখ শান্তিতে অংশ গ্রহন করিয়া থাকেন। তাহারা সর্বদা এই চিন্তায় মগ্ন থাকেন যে, আল্লাহ্‌র এই পুত পবিত্র দাস যেন রূহানিয়াতের যাত্রা পথের কোন নির্দিষ্ট স্থানে না থাকিয়া যায়; বরং ধাপে ধাপে অগ্রসর হইতে থাকে।

তখন সে ইহাকে সালাতুর রসুলের উপায় স্বরূপ মনে করিয়া থাকে। আল্লাহতায়ালা বলিতেছেন: যদি তুমি অনুরূপ সরলতার সহিত আমার পথে কুরবানী দাও, তাহা হইলে নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌তায়ালার নৈকট্য লাভ করিবে। আমি তোমাকে নিজ নৈকট্য দান দ্বারা কৃতার্থ করিব এবং নিজ প্রেমের দীপ্তি তোমার প্রতি প্রকাশ করিব এবং নিজ কল্যাণের বাগানে তোমাকে লইয়া যাইব এবং তুমি আমার অনন্ত সন্তুষ্টি লাভ করিবে।

আর যদি আমার পথে কোরবানী দেওয়ার কারণে তুমি কখনও কোন কষ্ট পাইয়া থাক, তবে তাহা ভুলিয়া যাইবে এবং তাহার বিনিময়ে তুমি যাহা লাভ করিবে, তাহা এত অধিক হইবে, এমন বিশাল হইবে, এত সুন্দর ও আরামদায়ক হইবে যে, পৃথিবীতে তাহার কোন তুলনা হইবে না এবং আল্লাহ্‌তায়ালা তোমাকে নিজ কল্যাণের অন্তর্ভুক্ত করিয়া লইবেন, কারণ তিনি যেখানে শকুর সেখানে, তিনি গফুর ও রহীমও বটে। তোমাকে বলা হইয়া থাকে যে, প্রত্যেক বৎসর নিজ বার্ষিক আয় হইতে খোদাতায়ালার রাস্তায় কিছু কোরবানী করিও। উক্ত অর্থ হইতে এক উত্তম অংশ পৃথক করিয়া লইয়া তাঁহাকে দান করিও। ইহার বিনিময়ে আল্লাহ্‌তায়ালা বলিতেছেন, যেহেতু আমি রহীম; তাই তোমার রূহানী জীবন ও রূহানী উন্নতির জন্য প্রয়োজন ছিল পূনঃ পূনঃ তোমার নিকট হইতে কোরবানী গ্রহণ করা এবং পূনঃ পূনঃ তোমার দ্বারা সৎকাজ করান, যাহার ফলে এই দুনিয়াতে তুমি তোমার স্থানচ্যুতী না হয়। এইজন্য আল্লাহ্‌তায়ালা বলিতেছেন, "আমি পূনঃ পূনঃ তোমার প্রতি রহমতের সহিত মনোযোগী হইতেছি কারণ আমি রহীম।"

অতএব খোদার এমনও অনেক দাস আছে, যাহারা গ্রামে বাস করিয়া থাকে। আমি বিশেষ করিয়া গ্রাম্য জামাত সমূহের দৃষ্টি আর্থিক কোরবানীর দিকে আকৃষ্ট করিতেছি। কারণ আমি যতদূর জানি তাহাদের এখনও এরূপ তরবিয়ত হয় নাই, যাহাতে তাহারা আনন্দচিত্তে নিজ শক্তি সামর্থানুযায়ী আর্থিক কোরবানী দিতে পারে এবং যাহার ফলে তাহারা তাঁহার অধিকতর রহমতের অধিকারী হইতে পারে।

সুতরাং আল্লাহ্‌তায়ালা বলিতেছেন যে, যেখানে এমন গ্রাম্য লোক আছে, যাহারা আল্লাহ্‌র রাস্তায় ব্যয় করাকে ক্ষতিকর বলিয়া মনে করিয়া থাকে; আবার এমনও কতক খোদার বান্দা আছে, যাহারা গ্রামে বাস করে। তাহারা আমার জন্য কোরবানী দিয়া থাকে। তাহারা আমার কল্যাণের অধিকারী হইয়া থাকে এবং আমার ক্ষমার চাদর তাহাদিগকে আচ্ছাদিত করিয়া থাকে। আমার দয়া তাহাদের জন্য পূনঃ পূনঃ উদ্বেলিত হইয়া থাকে এবং তাহাদের জন্য আয়েশ, আরাম ও সুখ-শান্তির ব্যবস্থা করিয়া থাকে।

গ্রাম্য জামাতের মধ্যেও এমন অনেক জামাত আছে, যাহারা গত বৎসর চাঁদার প্রতি দৃষ্টি দিয়াছে। আবার কতক জামাত এমনও আছে, যাহারা নিজ বাজেট অপেক্ষা অধিক চাঁদা সংগ্রহ করিয়া পাঠাইয়া দিয়াছে; কিন্তু এমন অনেক জামাতও আছে, যাহারা তরবিয়াতের দিক দিয়া অনেক পশ্চাতে পড়িয়া আছে। আল্লাহ্‌তায়ালার অর্থের কোন প্রয়োজন নাই এবং আমারও অর্থের জন্য কখন চিন্তা হয় নাই। কারণ খোদার কাজ নিশ্চয়ই হইতে থাকিবে। আমার দুশ্চিন্তা শুধু ঐ সমস্ত দুর্বল ভাইদের জন্য, যাহাতে তাহারা অধিকতর কোরবানী দান করিয়া মোখলেস ভাইদের অন্তর্ভূক্ত হইতে পারে এবং যাহারা আল্লাহ্‌র রাস্তায় সর্ব প্রকারের কোরবানী দান করিয়া আসিতেছেন, তাহাদের পশ্চাতে পড়িয়া না থাকে। এমন লোকও গ্রামে আছে; যেমন সুরা তৌবার উক্ত আয়াতে আল্লাহ বলিতেছেন এই সকল গ্রাম্য মোখলেস ও প্রেমিক কোরবানী দাতা অন্যের জন্য আদর্শ স্থল। যাহারা দুর্বল তাহাদের লক্ষ্য করা কর্তব্য যে, কোরবানী দাতার মালে আল্লাহ তায়ালা কি প্রকারে বরকত দান করিয়া থাকেন এবং নিজ কল্যাণ দ্বারা কি প্রকারে তাহাকে কল্যাণ মণ্ডিত করিয়া থাকেন। এবং এই আদর্শ দর্শনে তাহাদের আত্ম-গ্লানি আসা উচিৎ যে, উহাদের পশ্চাতে থাকা উচিৎ নহে, বরং উহাদের অগ্রবর্ত্তি হওয়া উচিৎ এবং আল্লাহ্‌তায়ালার কল্যাণকে উহাদের অপেক্ষা অধিক অর্জন করিতে হইবে। জমি জমা খরিদ করিবার সময় তোমরা পরস্পরের মধ্যে প্রতিযোগিতা করিয়া থাক, আবার কোন কোন সময় ইহা অন্যায় পর্যায় পর্যন্ত গড়াইয়া থাকে। সুতরাং সেই ন্যায়সংগত প্রতিযোগিতা, যাহার কোন সীমা নির্ধারিত করা নাই, উহাতে অগ্রবর্ত্তি হইতেও অগ্রবর্ত্তি হওয়ার চেষ্টা কেন কর না। আল্লাহ্‌তায়ালা তোমাদিগকে তৌফিক দান করুন এবং আমার গ্রাম্য ভাইদেরকে এবং যাহারা শহরে বাস করে তাহাদিগকেও আল্লাহ্‌তায়ালা এই তৌফীক দান করুন যেন, তাহারা আল্লাহ্‌র রাস্তায় তাঁহার নির্দেশ মতে নিজের সমস্ত কিছু অর্থাৎ নিজেদের ধন-জন জীবন উৎসর্গকারী হইতে পারে এবং সর্বদা শকুর, গফুর এবং রহীম খোদার জ্যোতি দর্শনকারী হইতে পারে।

আল্লাহ তায়ালা আর্থিক কোরবানী সম্বন্ধে ইহাও বলিয়াছেন—

يا ايها الذ ين امنوا انفقوا مما رز قنكم

অর্থাৎ: হে মানব মণ্ডলী! যাহারা ঈমান আনিয়াছ, এবং যাহারা আমার আওয়াজ শুনিয়াছ এবং বলিয়াছ। আমরা উপস্থিত, তোমাকে যাহা কিছু দিয়াছি, তাহা হইতে, ঐ দিন আগমনের পূর্বে, যে দিন কোন প্রকারের ক্রয়—বিক্রয়, কোন বন্ধু বা সুপারিশ কার্য্যকরী হইবে না, যাহা কিছু সম্ভব আল্লাহ্‌র রাস্তায় ব্যয় কর।' এই আয়েতে আল্লাহতায়ালা আমাদিগের দৃষ্টি এই দিকে আকৃষ্ট করিতেছেন যে, হাশরের দিন, যখন সমস্ত সৃষ্টি এবং মানব মণ্ডলী আল্লাহতায়ালার সমীপে উপস্থিত হইবে, তখন তিনটি জিনিষের আবশ্যক হইবে। প্রথমতঃ এমন কোন পূর্বকৃত কার্য যাহা ঐদিন উপকারে

আসিবে। দ্বিতীয়তঃ এমন কাহাকেও বন্ধু করা হইয়াছে, যাহার বন্ধুত্ব হাশরের দিনে কোন উপকারে আসিবে। তৃতীয়তঃ কোন সুপারিশ। এই তিনটি বা ইহার যে কোন একটি যে ব্যক্তি আয়ত্ব করিয়াছে, সে হাশরের দিন লজ্জিত হইবে না। বরং আল্লাহ্‌তায়ালা সমস্ত মানব গোষ্ঠির সাক্ষাতে তাহার প্রশংসা করিবেন, তাহাকে স্নেহের দৃষ্টিতে দেখিবেন এবং তাহার প্রতি স্নেহের সহিত ব্যবহার করিবেন। তাহাকে নিজ মহত্ব এবং সৌন্দর্যের প্রকাশ প্রদর্শন করিবেন এবং এমন আনন্দ দান করিবেন, যাহা কখনও শেষ হইবে না কিন্তু যাহারা ঐ দিনের জন্য ক্রয় বিক্রয়ের কোন ব্যবস্থা করে নাই, এমন কোন ব্যক্তির সহিত বন্ধুত্ব স্থাপন করে নাই। যাহা ঐদিন উপকারে আসিতে পারে এবং যাহার সুপারিশ না হইলে ঐদিন ক্ষতিগ্রস্থ হইতে হইবে।

والكفرين هم الظلمون

যাহারা আল্লাহ্‌তায়ালার প্রদত্ত রেজেক হইতে দান করিতে ইতস্ততঃ করে এবং উহাকে ক্ষতিকর মনে করে এবং আল্লাহ্‌তায়ালার আদেশকে অমান্য করে, তাহারা ঐ সকল ব্যক্তি, যাহারা নিজ আত্মার উপর ভীষণ অত্যাচার করিয়াছে এবং তাহাদিগকে হাশরের দিনে উহার ফল ভোগ করিতে হইবে।

আল্লাহ্‌তায়ালা এই ক্রয়-বিক্রয়ের উল্লেখও কুরআন করীমে করিয়াছেন, যাহা হাশরের দিন মানবের উপকারে আসিবে। তিনি বলিয়াছেন ঃ

ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنة

পুনঃ ঐ আয়েতে বলিতেছেন ঃ

فاستبشروا ببيعكم الذى بايعتم به

অর্থাৎ আল্লাহ্‌তায়ালা মোমেনগণের সহিত এক প্রকার ক্রয় বিক্রয় সম্পাদন করিয়াছেন অর্থাৎ মোমেনগণ নিজ ধনজন, জীবন আল্লাহ্‌কে দান করুক এবং তাহার রাস্তায় কোরবান করিয়া দিক এবং বিনিময়ে আল্লাহ্ তায়ালা তাহাকে জান্নাত দান করিবেন। ইহা এমন এক সওদা যে, এই সম্বন্ধে আল্লাহ্‌তায়ালা বলিতেছেন যে, তুমি যাহা খরিদ করিয়াছ, তজ্জন্য তুমি আনন্দিত হও, কারণ ইহাই সেই সওদা, যাহা হাশরের দিন দরকার ছিল এবং তুমি তাহা আয়ও করিয়া লইয়াছ।

অতএব ইহা নহে যে, কোন প্রকারের ক্রয় বিক্রয়ই সেই দিন উপকারে আসিবে না; বরং সে ইহার এমন কিছু খরিদ করিবার আশা করিয়া আছে, যাহা ঐ দিন কোন উপকারে আসিবে না। সেখানে মানুষের হাতে কিছুই থাকিবে না, কারণ মৃত্যুর পর কেহ কিছু সঙ্গে লইয়া যাইতে পারে না। যে কোটি কোটি টাকার মালিক, সেও নিজের সমস্ত কিছু এই দুনিয়াতে ত্যাগ করিয়া রিক্ত হস্তে তথায় যাইবে। কিন্তু এখানে কোন কোন বাণিজ্য এমনও আছে, যাহার বিনিময় ঐখানে দেওয়া হইয়া থাকে। অর্থাৎ ক্রয় বিক্রয় এমন হইয়া থাকে যে, বিক্রেতা এখানেই বিক্রয় করিয়া দেয় এবং বিনিময়ে যাহা কিছু তাহার লইবার, তাহা ঐ দুনিয়া হইতে সংগ্রহ করিয়া থাকে; আল্লাহ্‌তায়ালা বলিতেছেন যে, এই প্রকারের ক্রয় বিক্রয় তো ঐখানে হইবে। অর্থাৎ যাহা বিক্রয় করিবার তাহা এখানেই বিক্রয় হইয়া যাউক (মানুষের জন্য) এবং তাহার বিনিময়ে যাহা কিছু পাইবার, তাহা হাশরের দিন সে পাইবে। কিন্তু এমন এক ক্রয় বিক্রয় আছে, যাহা পরকালে কোন উপকারে আসে না। উহার লাভ লোকসান ইহ-কালেই প্রদত্ত হইয়া থাকে।

আবার এই দুনিয়াতেও বন্ধুত্ব আছে। কেহ কেহ এমন বন্ধুত্ব করিয়া থাকে, যাহা পরকালে কোন উপকারে আসে না। বন্ধু ওলি অকপট বন্ধুগণ কখনো এমনও বলিয়া থাকে যে, তুমি আমার হেদায়েত

মোতাবেক জীবন যাপন কর, আমি তোমার সমস্ত পাপ বহন করিব। কিন্তু কে এমন আছে যে, খোদার সম্মুখে তাহার প্রতিদ্বন্দ্বীস্বরূপ দাঁড়াইতে পারে এবং নিজ বন্ধুর হস্ত ধারন করিয়া খোদা তায়ালার সন্তুষ্টির উদ্যানে লইয়া যাইতে পারে? তথায় তো সেই বন্ধুই কাজে আসিবে, যাহার সম্বন্ধে স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা বলিয়াছেন। তথায় সে-ই কাজে আসিবে এবং উহাই সেই বন্ধুত্ব, যাহার সম্বন্ধে আল্লাহ তায়ালা বলিতেছেন—

ام اتخذوا من دونه اولياء فالله هو الولى

(سورة شورى)

অর্থাৎ ইহারা এই দুনিয়াতে এমন বন্ধুত্ব করিয়া থাকে এবং তাহাদের সম্বন্ধে ধারণা পোষন করিয়া থাকে, যে শেষ বিচারের দিনে উপকারে আসিবে। এমন ভালবাসা ও বন্ধুত্ব স্থাপন করিয়া থাকে এবং আনন্দিত হয় যে, এই বন্ধুদের দ্বারা সমস্ত সমস্যারই মীমাংসা হইবে। কিন্তু তাহাকে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, তথায় শুধু খোদার ভালবাসা ব্যতিত অন্য কোন বন্ধুত্ব কাজে আসিবে না এবং খোদার ভালবাসা فالله هو الولى ইহকাল ও পরকাল উভয় স্থলেই উপকারে আসিবে। আল্লাহ তায়ালা পৃথিবীতে মানুষকে অনেক স্বাধীনতা দান করিয়াছেন। তাঁহার বিরোধীগণও এই দুনিয়াতে তাহার অনুগ্রহ লাভ করিয়া থাকে, কিন্তু পরকালে যদি সেই সর্বশক্তিমান আমার বন্ধুও প্রভু হন এবং আমাকে নিজ আশ্রয়ে গ্রহণ করেন, তবেই আমার দুনিয়ার মঙ্গল বন্ধুত্ব তথায় কাজে আসিবে না। فلا تنفعه সুপারিশ দ্বারা দুনিয়াতে অনেক কিছু কাজ সমাধা হইয়া থাকে কিন্তু আল্লাহ তায়ালা বলিতেছেন, পরকালে তাঁহার সুপারিশ বা الله باذنه অনুমতি ক্রমে সুপারিশ ব্যতীত অপর কাহারও কোন সুপারিশ কাজে আসিবে না। সেই আল্লাহ—এর সুপারিশ বা আল্লাহ তায়ালার অনুমতিক্রমে নবী করীম (সাঃ)-এর সুপারিশ।

নবী আকরাম (সাঃ)-এর মর্যাদা এবং তাঁহার সম্মানকে বর্ণিত করিবার এবং তাহার স্থানকে সমগ্র সৃষ্টির নিকট প্রকাশ করিবার জন্য আল্লাহ তায়ালা তাঁহাকে সুপারিশকারী বা মুক্তি দাতারূপে সমগ্র মানব জাতির নিকট ঐদিন প্রকাশ করিবেন। কিন্তু মূল সুপারিশ তো আল্লাহ্রই। আল্লাহ তায়ালা বলিতেছেন :—

و انذر به الذين يخافون ان يحشروا

الى ربهم ليس لهم من دونه ولى ولا شفيع

لعلهم يتقون

অর্থাৎ এই কালাম মজিদ দ্বারা সকলকে সতর্ক করিয়া দাও। যাহারা দৃঢ় বিশ্বাস পোষণ করে যে, একদিন তাহাদিগকে আল্লাহ তায়ালার সম্মুখীন হইতে হইবে এবং ভয় করে যে, ঐদিন আল্লাহতায়ালার নিকট কৃতকার্য হইবার মত কোন ব্যবস্থা তাহাদের নাই। কারণ ঐদিন আল্লাহতায়ালার বন্ধুত্ব ও সুপারিশ ব্যতীত অন্য কোন বন্ধুত্ব ও সুপারিশ কাজে আসিবেনা।

কাজেই ঐদিন দেখিবার পূর্বে এবং হাশরের দিনে খোদা তায়ালার সম্মুখীন হইবার পূর্বে, আমার আদেশ স্মরণ কর, স্মরণ রাখ এবং তদুপরি আপন সাধ্য ও শক্তি অনুযায়ী আমল কর। মোট কথা আমরা তোমাকে যাহা কিছু দিয়াছি, তাহা হইতে নিজ শক্তি সামর্থ অনুযায়ী তাঁহার রাস্তায় খরচ কর। কারণ ঐদিন সেই বানিজ্য কাজে আসিবে, যাহার সম্বন্ধে আল্লাহ তায়ালার ফয়সলা দিয়াছেন,

ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم

و اموالهم بان لهم الجنة

এতদ্ব্যতিত ঐ দিন অন্য কোন বানিজ্যই কাজে আসিবে না। সেদিন না কোন মাল থাকিবে যে,

ক্রয় বিক্রয় করা যাইবে, না কোন বন্ধু কাজে আসিবে। অতএব নিজ বন্ধুত্বের সম্বন্ধ আল্লাহ্‌তায়ালার সহিত স্থাপন কর। আল্লাহ্ তায়ালার বন্ধুত্ব, ভালবাসা এবং তাঁহার আশ্রয় ব্যতিত অন্য কোন বন্ধুত্ব, ভালবাসা আশ্রয় সেখানে কাজে আসিবে না। [illegible], এই দুনিয়াতে তুমি যাহা পাইবার অধিকারী নহ, সুপারিশ দ্বারা তাহা লাভ করিবার তোমার অভ্যাসে পরিণত হইয়াছে। কিন্তু এরূপ কোন পরিস্থিতি সেখানে নাই।

কোন সুপারিশ কোন অনুরোধই সেদিন কাজে আসিবে না, শুধু ঐ সুপারিশ ব্যতিত, যাহার সম্বন্ধে আজ আল্লাহ তায়ালা ওয়াদা করিতেছেন এবং যাহা স্বয়ং আল্লাহ্ তায়ালার সুপারিশ কিম্বা আল্লাহ্ তায়ালা যাহাকে অনুমতি দিয়াছেন তাহার সুপারিশ ও কবুল হইবে।

সুতরাং ঐ সময় ভীষন কঠিন হইবে এবং হাশরের দিন এমন যে, ইহাতে কোন বানিজ্য কোন বন্ধুত্ব কোন সুপারিশই কাজে আসিবে না। ইহার জন্য আমাদিগকে নিজেই ব্যবস্থা করিতে হইবে। যদি আমরা এই পৃথিবীতে নিজ প্রেম-প্রীতি দ্বারা নিজ নিঃস্বার্থতার ফলে এবং নিজ কোরবানী দ্বারা নিজ প্রভূকে সন্তুষ্ট করিতে পারি এবং তিনি যদি মীমাংসা করিয়া দেন যে, তোমার এই মাল আমরা গ্রহণ করিলাম এবং বিনিময়ে আমাদের যে ওয়াদা ছিল, তাহা তোমার জন্য পূর্ণ করিয়া দিব। যখন তিনি এই দুনিয়াতে ঘোষণা করেনঃ "আমি বন্ধু ও ওলি" এবং আরও বলেন, ঘাবড়াইওনা, তুমি আমার শাফায়াতের ছায়াতলে এবং মোহাম্মদ রসুল (সাঃ)- র শাফায়াতের ছায়াতলে আছ, তখন এই তিনটি বিষয় তোমার কাজে আসিতে পারে এবং কাজে আসিবে। ইহা ব্যতিত আর কোন তেজারত, কোন বন্ধুত্ব কোন সুপারিশ তোমার কাজে আসিতে পারে না। সুতরাং সেই দিন আগমণের পূর্বে নিজের জন্য এই দুনিয়াতে এই তিনটি বিষয় সংগ্রহের ব্যবস্থা করিবার চেষ্টা কর। আল্লাহ্ তায়ালা আমাদেরকে তৌফিক দান করুন আমাদের কর্মফলকেও কবুল করুন। তিনি আমাদের ওলি এবং শফীও হউন এবং নিজ ক্ষমা এবং রহমতের চাদরে আমাদিগকে গ্রহণ করুন এবং নিজ পাক বান্দাদিগকে যাহা দিবার তিনি ওয়াদা করিয়াছেন, তাহা আমাদিগকেও দান করুন। আমাদের পাপ আমাদের জন্য জাহান্নাম খরিদের উপকরন না হয়, বরং তাঁহার রহমত দ্বারা এমন ভাবে আমাদিগকে আচ্ছাদন করিয়া রাখুন যে, তাহার ফেরেস্তাগণের দৃষ্টিও যেন আমাদিগকে দেখিতে না পারে।

অনুবাদক—চৌধুরী শাহাবুদ্দিন আহমদ

★

॥ হায়াতে তাইয়্যেবা ॥

[হযরত মসিহ মওউদ (আঃ)-এর পবিত্র জীবনী]

মৌলবী আবদুল কাদের

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

একটি ফাৎওয়ার প্রার্থনা

মৌলবী মুহাম্মদ হুসায়েন বাটালবী জমি লাভ করিবার জন্য পূর্বোল্লেখিত ইংরেজী কাগজে নির্জলা মিথ্যা ও প্রবঞ্চনা মূলক এই সকল কথা লিখিয়াছিলেন যে, তিনি কোন মাহ্দীর আগমন স্বীকার করেন না এবং ইমাম মাহদীর আগমন সম্বন্ধে যে সকল হাদীস আছে, ঐগুলিকে তিনি তর্কের সামগ্রী বা বিবাদমূলক হিসাবে মনে করেন। ইহার ফলে তাঁহার লাঞ্ছনার সূত্রপাত হইল। আল্লাহ্তায়ালা হযরত আকদাসের একজন মুখলেস মুরীদ ডাঃ মুহাম্মদ ইসমাইল খাঁ সাহেব গুলড়বীয়ার মনে এই ভাবোদ্রেক করিলেন যে, এই সুযোগে কোন 'দীনি খেদমত' করা প্রয়োজন। তিনি ১৮৯৮ সনের এক বড় দিনে কাদিয়ান আগমন করিলেন। তখন কোন কারণে খৃষ্টমাসের সময় সালানা জলসার অধিবেশন হয় নাই। অবশ্য, তিনি মৌলবী মুহাম্মদ হুসায়েন সাহেব বাটালবীর ইংরাজী কাগজ পাঠ পূর্বক হযরত আকদাসের খেদমতে আবেদন করেন এবং হুযুর তাঁহাকে একটি ফাৎওয়ার আবেদন পত্র লিখাইয়া দেন এবং উহাতে উলামাগণের অভিমতসহ দস্তখত নিয়া আসিতে বলেন। হুযুর ফাৎওয়া চাহিয়া যাহা লিখাইয়াছিলেন, তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল ঃ

"প্রতিশ্রুত মাহ্দী শেষ যুগে আসিবেন, 'জাহের বাতেন' হিসাবে যথার্থ খলিফা হইবেন এবং বনি ফাতেমা হইতে হইবেন বলিয়া হাদিস সমূহে যেমন বর্ণিত হইয়াছে, এক ব্যক্তি তাহা সম্পূর্ণ অস্বীকার করে এবং আন্তরিকভাবে সমগ্র আহ্লে সুন্নত যে জমহুরী আকিদা বা সমবেত ধর্মমত পোষণ করে, তাহা সম্পূর্ণ বৃথা ও অমূলক জ্ঞান করে এবং এই প্রকার বিশ্বাস রাখাকে বিপথগামিতা ও ধর্মভ্রষ্টতা মনে করে। আমরা কি তাহাকে আহ্লে সুন্নত এবং সত্যপন্থী বলিয়া জ্ঞান করিতে পারি? না, আমরা তাহাকে ঘোর মিথ্যাবাদী, সর্ব-সম্মত ধর্মমত 'এজমার' বিরোধী, ধর্মত্যাগী মুলহীদ ও প্রবঞ্চনাকারী দাজ্জাল জ্ঞান করিব? এ বিষয়ে কি বলেন ধর্মের আলেমগণ ও মহান বিধানের মুফতিগণ? দলীল সহ অভিমত দিন।"

তারিখ: ২৯ শে ডিসেম্বর, ১৮৯৮ সন মুতাবেক হিজরী ১৩১৬ সন, ১৫ই সাবানুল মুবারক।

প্রশ্নকারী একক খোদার শরনার্থী,

মীর্যা গোলাম আহ্মদ আফাহুল্লাহু ও আইয়্যেদ।"

এই ফাৎওয়ার আবেদন লইয়া শ্রদ্ধেয় ডাঃ মুহাম্মদ ইসমাইল সাহেব বড় বড় উলামাদের

প্রধানগণের নিকট গমন করেন। ইহাদের নিকট হইতে মৌলবী মুহাম্মদ হুসায়েন সাহেব বাটালবী হযরত আকদাসের বিরুদ্ধে ফাৎওয়া সংগ্রহ করিয়াছিলেন। ডাক্তার সাহেব সতর্কতার সহিত ফাৎওয়ার আবেদনের শেষে হযরত আকদাসের নাম পৃথক করিলেন। হযরত উলামাগণ তাঁহাদের মাননীয় জনাব মৌলবী আবু সায়ীদ মুহাম্মদ হুসায়েন বাটালবীর ইংরাজী কাগজের সম্বন্ধে কিছু জানিতেন না। তাঁহারা মনে করিয়াছিলেন যে, এই ফাৎওয়া মীর্যা গোলাম আহমদ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছে। প্রাণ ভরিয়া তাঁহারা 'ফাৎওয়া' দান করিলেন। এইরূপ ব্যক্তি বিপথগামী, 'দাজ্জাল, (প্রবঞ্চক) এবং ইসলামের গণ্ডীর বহির্ভূত। দৃষ্টান্ত স্বলে কয়েকটি 'ফাৎওয়া' পাঠ করুন।

উলামাগণের ফাৎওয়া ঃ

১। হযরত মৌলবী আবদুল্লাহ গযনবী সাহেবের শিষ্য মৌলবী আবদুল হক সাহেবের ফাৎওয়া

"যে ব্যক্তি আহ্‌লে সুন্নত ও জামাতের সর্ব-জন স্বীকৃত মতের বিরুদ্ধাচরণ করে, সে তো স্পষ্টতঃ ও নিঃসংশয়াত্মকরূপে এই আয়েতের যোগ্য ঃ—

قال عز من قال ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا قال صلى الله عليه وسلم من فرق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الاسلام من عنقه رواه احمد وابو داؤد

قال صلى الله عليه وسلم ان الله يجمع امتى على ضلالة ويد الله على الجماعت ومن شذ شذ فى النار - رواه الترمذى

অর্থাৎ—"আল্লাহ্‌তায়ালা বলিয়াছেন, যাহার নিকট হেদায়েত স্পষ্টরূপে প্রকাশিত হওয়ার পর সে রসুলের বিরুদ্ধাচরণ করে, মুমেনগণের পথ ছাড়িয়া চলে, তাহাকে সেই দিকে যাইতে দেওয়া হইবে; যে দিকে সে যাইতেছে এবং তাহাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হইবে এবং ইহা মন্দ গন্তব্য স্থল।" রসুল করীম (সাঃ) বলিয়াছেন "যে ব্যক্তি জামাত হইতে এক বিঘতও দূরে যায়, সে ইসলামের গণ্ডী হইতে সরিয়া পড়ে।" ইহা আহ্‌মদ ও আবু দাউদ বর্ণনা করিয়াছেন। রসুলুল্লাহ (সাঃ) বলিয়াছেন, "আল্লাহ্‌তায়ালা আমার উম্মতকে বিপথ-গামিতায় পুঞ্জীভূত করিবেন এবং জামাতের উপর আল্লাহ্‌তায়ালার হাত থাকিবে এবং যে ব্যক্তি জামাত হইতে পৃথক হইবে, সে আগুনে পড়িবে।" ইহা তিরমিযি বর্ণনা করিয়াছেন।

জমহুর আহলে সুন্নত এ বিষয়ে একমত যে, মাহদী আখেরী জামানায় উপস্থিত হইবেন এবং বনি ফাতেমা হইতে হইবেন। তাঁহার দ্বারা ধর্মের জয় হইবে।

ومن خالف عن ذلك فقد ضل واضل ومن يضلل الله فمالة من سبيل -

অর্থাৎ, "যে ব্যক্তি ইহার অন্যরূপ বিশ্বাস করে, নিশ্চয়ই সে বিপথগামী এবং যাহাকে আল্লাহ্‌য়াতালা বিপথগমণের নির্দ্দেশ করেন, তাহার কোন গতি নাই।"

---

(১) মৌলবী আবদুল হক সাহেব, হযরত মৌলবী আবদুল্লাহ্ গযনবী সাহেবের (রহঃ)-এর পুত্র নহেন, সগ্‌রেদ!

২। মৌলবী আবদুল জাব্বার বিন্ আবদুল্লাহ্ গযনবীর ফাৎওয়া ঃ

"প্রতিশ্রুত মাহ্দী তো আল্লাহ্র রসুল ঈসা ইব্নে মরিয়ম এবং মহা দাজ্জাল বাহির হওয়া 'মুতাওয়াতর' হাদিসে আসিয়াছে এবং ইহারই উপর আহ্লে-সুন্নত ওল জামাতের 'এজ্মা' (ঐক্যমত) বিদ্যমান। ধারাবাহিক ভাবে বর্ণিত 'মুতাওয়াতর' হাদিস সমূহের অস্বীকার কারী 'কাফের' এবং আহ্লে-সুন্নত ও জামাতের বিরোধী বেদাতকারী, পথভ্রষ্ট ও পথ-ভ্রাষ্টকারী। 'ইতি"

৩। লাহোর শাহী মস্জিদের ইমাম মৌলানা গোলাম মুহাম্মদ বগুবী সাহেবের ফাৎওয়া ঃ

"উলামা আযমের জবাব ঠিক। বেশ্ক প্রশ্নোক্ত ব্যক্তি বিপথগামী, বিপথ নির্দ্দেশক এবং আহ্লে-সুন্নত হইতে বহির্ভূত।"

৪। আঞ্জুমানে হেমায়েতে ইস্লামের প্রেসিডেন্ট, আঞ্জুমন মুস্তাশারুল ইস্লামের সেক্রেটারী, লাহোর ওরিয়েন্টাল কলেজের প্রফেসর মুফ্তী মুহাম্মদ আবদুল্লাহ সাহেবের ফাৎওয়া' ঃ

"ইমাম মাহ্দী (আঃ)-এর কিয়ামতের পূর্বে আগমন এবং পৃথিবীকে ন্যায় পরায়নতা ও সুবিচারের দ্বারা পরিপূর্ণ করণের বিষয় সর্বজন বিদিত হাদিস সমূহের দ্বারা নির্নীত হয় এবং জমহুর উম্মত ইহা স্বীকার করিয়াছেন। এই সকল গুণ-যুক্ত ইমাম সাহেবের আগমন অস্বীকার-কারীর পক্ষে দেদীপ্যমান বিপথগমন এবং আহলে সুন্নত ওয়াল্-জামাতের মধ্য হইতে বহির্গমন মাত্র।"

"আমি বলিতেছি এবং আল্লাহ্ই তৌফিক দাতা; জানা আবশ্যক, পূর্বাপর আহ্লে-ইস্লাম এই বিষয়ে একমত যে, হাদিস সমূহের বর্ণানুযায়ী ইমাম মাহ্দী আসিবেন। মাহ্দীর আগমন অস্বীকার কেবলই বিপথগামী নহে, জালাকত ও গুমরাহী বটে। কোন দাজ্জালই মাত্র এইরূপ অস্বীকার করিতে পারে। ইতি"

"মৌলবী আবদুল হক সাহেব যে 'ফাৎওয়া' লিখিয়াছেন, তদ্বিষয়ে আমি একমত। এই প্রকার ব্যক্তির সহিত দেখা সাক্ষাৎ হইতে পরহেয করা চাই এবং উঠা বসা ত্যাগ করিতে হইবে।"

১। এই ফাৎওয়ার নীচে অমৃতসরের আঞ্জুমান তায়িদে ইস্লামের শীল-মোহর করা হইয়াছে। প্রায় তিন শত উলামা ও রইস ইহার সভ্য।

এই সকল উলামা বাদেও মৌলবী রশীদ আহ্মদ গাঙ্গোহী, মৌলবী মুহাম্মদ ইয়াকুব দেহ্লবী, মৌলবী আবু মুহাম্মদ যুবায়ের, গোলাম রসুল আল্-হানাফী আল-কাসেমী, মৌলানা মুহাম্মদ অসিয়ত আলী মুদাররেস, হুসায়েন বখ্শ মাদ্রাসা, মৌলানা মুহাম্মদ শাহ্, মৌলানা মুহাম্মদ ইউনুস, মুদাররেস, মাদ্রাসা, মৌলবী আবদুল ওয়াহেদ, মৌলানা ফতেহ মুহাম্মদ, মুদাররেস ফতেহপুরী মাদ্রাসা, দিল্লী, মৌলানা আবদুল গফুর, মুদাররেস, হুসায়েন বখ্শ মাদ্রাসা, মৌলানা মোহাম্মদ আবদুল গণী, মৌলানা মুহাম্মদ হেদায়েতুল্লাহ্, মৌলানা আবদুল্লাহ্, মৌলানা আবদুল্লাহ্ খাঁ, মৌলানা মুহাম্মদ আবদুর রাযযাক প্রভৃতি বহু মৌলবী কুফরের ফাৎওয়া প্রদান করেন।

শ্রদ্ধেয় ডাক্তার সাহেব ইহাতেই নিবৃত্ত হন নাই। মৌলবী মুহাম্মদ হুসায়েন সাহেবের শিক্ষক তথা কথিত শেখুল্-কুল্ মৌলবী সৈয়দ নযির হুসায়েন

সাহেব দেহলবীর নিকটেও উপস্থিত হন। ফাৎওয়ার আবেদন পত্র তাঁহার সম্মুখে পেশ করা হইলে, তিনি লিখিলেন ঃ

"প্রশ্নোক্ত এই ব্যক্তি মুফ্‌তরী, কাযযাব, জাল, মুজিল্ এবং আহ্‌লে সুন্নতের খারিজ।"

এই ফাৎওয়ার নীচে দিল্লীর কোন কোন উলামাও দস্তখত করিলেন।

হযরত আকদাসের খেদমতে যখন মৌলবী সাহেবানের এই ফাৎওয়াগুলি পৌঁছিল, তখন হুযুর ৩রা জানুয়ারী, ১৮৯৮ সন একটি ইশ্‌তাহারের দ্বারা সম্যক ফাৎওয়া সমূহ প্রকাশ করিলেন।১ হযরত আকদাসের এই ইশ্‌তাহার দেখিয়া মৌলবী মুহাম্মদ হুসায়েন সাহেব তো বিপর্যস্ত হইলেন এবং ফাৎওয়া-দাতা মৌলবী সাহেবগণের মধ্যে হুলুস্থুল পড়িয়া গেল।

কেহ কেহ তো লিখিলেন যে, তাঁহারা মৌলবী মুহাম্মদ হুসায়েন সাহেবের উপর ফাৎওয়া দেন নাই, মীর্যা গোলাম আহ্‌মদের উপর দিয়াছেন। বাকী উলামাগণের মধ্যে দুইজন লিখিলেন যে, তাঁহারা ফাৎওয়া কোন ব্যক্তি বিশেষের উপর দেন নাই, বরং ফাৎওয়ার আবেদন পত্রানুযায়ী দিয়াছেন ২

হযরত আকদাস উপরোক্ত ইশ্‌তাহারে "অন্যায়ের অনুরূপ প্রতিফল হইবে। ইহারা লাঞ্ছনাগ্রস্থ হইবে। আল্লাহ্‌তায়ালার আযাব হইতে কেহ তাহাদিগকে রক্ষা করিতে পারিবে না।" এলহাম উপস্থিত করিয়া লিখিলেন যে, তিনি ২১শে নভেম্বর ১৮৯৮ তারিখে যে ভবিষ্যদ্বাণী প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহা পূর্ণ হইয়াছে।

২০শে জানুয়ারী ও ২১শে জানুয়ারী ১৮৯৯ সনের ইশ্‌তাহারের ফাৎওয়া লইয়া যাঁহারা আফসোস করিয়াছিলেন, তাঁহারা ছিলেন, মৌলবী আবদুল হক ও মৌলবী আবদুল জাব্বার গজনবী সাহেব। তাঁহারা একটি ইশতাহার দিয়া তাঁহাদের লিখার প্রতি অসন্তোষ প্রকাশ করেন। উপরোক্ত হাওয়ালা দেখুন।

২। এই দুইজন মৌলবী সাহেব ছিলেন মুফ্‌তি মুহাম্মদ আবদুল্লাহ্ টুঙ্কী (প্রফেসার ওরিয়াণ্টাল কলেজ, লাহোর, সেক্রেটারী আঞ্জুমন মুস্তাশারুল্ উলামা ও প্রেসিডেণ্ট আঞ্জুমন হেমায়েতে ইস্‌লাম লাহোর) এবং লাহোর শাহী মসজিদের ইমাম মৌলানা গোলাম মুহাম্মদ আল্-বগুবী। (দেখুন, ইশ্‌তাহার ২০শে জানুয়ারী, ১৮৯৯ সন 'তবলীগে রেসালত,' অষ্টম খণ্ড ৪০-৪১ পৃষ্ঠা।)

হুসায়েন সাহেব তো তাঁহার প্রতি মিথ্যারোপ ও ভ্রান্ত বিশ্বাস চাপাইয়া তাঁহার জন্য উলামাগণ হইতে কুফরের ফাৎওয়া সংগ্রহ করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি সত্য সত্য নিজেই আহ্‌লে সুন্নত ও জামাতের আকায়েদ লঙ্ঘন পূর্বক শুধু ইংরাজদিগকে সন্তুষ্ট করিয়া জমি লাভের ফলে ঐ সকল ফাতওয়ার কবলগ্রস্থ হইয়াছেন। তাঁহার শিক্ষা হওয়ার নয়। তিনি তো হযরত আকদাস্‌কে অপদস্থ করিতে চাহিয়া ছিলেন। কিন্তু নিজেই অপদস্থ হইয়াছেন।

যদি চিন্তা করা হয়, তবে হযরত আকদাসের উপর মৌলবী সাহেবগণের ফাৎওয়া সমূহে প্রতিক্রিয়া হইতে পারে নাই। কারন, হুযুর মামূরিয়তের প্রত্যাদিষ্ট ধর্ম্মসংস্কারক মসিহ মাহদী হওয়ার দাবী করেন। তাঁহার উপর ফাৎওয়া প্রদত্ত না হইলে, তাঁহার সত্যতা সন্দেহজনক হইয়া পড়িত। কিন্তু যাহারা তাঁহার ফাৎওয়া দিয়াছিল, তাহারা এক জন মামূর মিনাল্লাহ্-আল্লাহ্‌র প্রত্যাদিষ্ট ব্যক্তিকে মিথ্যাবাদী ও কাফের বলিয়া অপরাধী হইয়াছিল। কিন্তু মৌলবী মুহাম্মদ হুসায়েন সাহেবের উপর ঐ সকল মৌলবীই ফাৎওয়া প্রদান করিলেন, যাঁহারা-তাঁহাকে তাঁহাদের নেতা বলিয়া মান্য করিতেন। একজন ধর্ম-নেতার পক্ষে ইহাপেক্ষা বড় লাঞ্ছনা আর কিছুই হইতে পারে না। অন্তর্দৃষ্টি সম্পন্ন ব্যক্তি মাত্রই সাবধান হউন। (ক্রমশঃ)

অনুবাদ ঃ এ. এইচ. মুহাম্মদ আলী আনওয়ার

(১) 'তবলীগের রেসালত', অষ্টমখণ্ড, ৬-৯ পৃঃ। (২) দেখুন, 'তব্‌লীগেরেসালত,' অষ্টম খণ্ড, ৩৮—৩৯ পৃঃ

খুদ্দামের প্রতি

আহ্বান

মোহাম্মদ আবদুস্ সাত্তার

ওরে খুদ্দাম্ সবে উদ্যম বেগে
হর্‌দম ছুটে আয়—,
যত অন্ধের দল করে কোলাহল
আজি সারা দুনিয়ায়।

ডোবে আল্লার প্রিয় ইস্‌লাম,
কোথা পিয়ারে রসুল আকরাম!
হায় হাদিস-কিতাব, কুরআন—
সব শূন্যে মিলায়ে যায়।
ওরে আয়!

ওরে মাহ্‌দীর পুত— পয়গাম নিয়ে
আয় এই যামানায়,
আয় দীন ইসলামী ঝাণ্ডা উড়ায়ে—
আয় সবে ছুটে আয়!

কর্ একরার, দেব ধন, মান,
জান আল্লার রাহে কোর্‌বান;
হাতে খলিফার দেওয়া ফরমান—
ওরে নাহি নাহি সংশয়!
ওরে আয়!

ওই গরজে বিষাণ মহা প্রলয়ের
কাঁপে ধরা থর্‌থর্‌,
আজ আল্লার ছায়ে আশ্রয় বিনা
নাহি কারো নিস্‌তার!

এবে দিকে দিকে চল্‌ খুদ্‌দাম,
দেখা সবাকারে রাহে ইস্‌লাম,
শোনা মাহ্‌দীর খোশ্‌ পয়গাম—
ডাক্‌ শান্তির আঙিনায়!
ওরে আয়!

★

॥ ইসলামের তবলিগী প্রচেষ্টা এবং উন্নতি ॥

ইসলামের তবলিগী প্রচেষ্টা ও উন্নতি সম্বন্ধে ডঃ স্মিথ হাষ্টন (Smith Huston) বলেন, "আজ ইসলাম শুধু আফ্রিকা এবং দক্ষিন পূর্ব এশিয়ায় বিস্তার লাভ করিতেছে না; বরং চীন, ইংল্যাণ্ড, যুক্ত প্রদেশ প্রভৃতি দেশের বহুলাংশের অধিবাসীদিগকে নিজ দলভুক্ত করিতেছে।"

ডঃ বার্ণার্ড শ-এর ন্যায় একজন বিশিষ্ট লেখক বলেনঃ

"আমার বিশ্বাস, এই শতাব্দীর শেষের দিকে গোটা যুক্ত রাজ্য এক প্রকার সংশোধিত ইসলাম গ্রহণ করিবে।"

বস্তুতঃ ঈসায়ীদের উদ্দেশ্য অকৃতকার্য হইয়াছে এবং হুজুরের (হযরত খলিফাতুল মসীহ সানী রাঃ-এর) ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হইতে চলিয়াছে; যথা—"ইসলাম এখন পৃথিবীতে বিস্তার লাভ করিবে এবং অপর সমস্ত ধর্ম ইসলামের নিকট হেয় এবং ঘৃনিত হইয়া পড়িবে।" [—দৈনিক আল-ফজল হইতে]

★

॥ অন্তর মুখী ॥

মোহাম্মাদ মোস্তফা আলী

আপনি আচরি ধর্ম অপরে শুনাও ঃ

সুরা বাকারার ৪৪ আয়াতে বলা হয়েছে ঃ "কি আশ্চর্য। তোমরা লোকদিগকে সদুপদেশ দাও আর নিজেদের কথা ভুলে যাও, অথচ তোমরা কিতাবও পড়। তবে কি তোমাদের আক্কেল নেই।"

যারা অন্যদেরকে সদুপদেশ দেয় অথচ নিজেদের আমলের মধ্যে ও সবের প্রতিফলনের জন্য কোনই চেষ্টা করে না, তাদের প্রতি আল্লাহ্ আশ্চর্য প্রকাশ করেছেন। বস্তুতঃ এর চেয়ে আশ্চর্য হওয়ার আর কিবা আছে! অন্যদেরকে সদুপদেশ দেওয়ার অর্থ, তাদেরকে সৎকাজের দিকে আহ্বান করা। সৎকাজ তাদের জন্য, সমাজের জন্য, সবার জন্যই কল্যাণকর। অথচ যারা অন্যকে উপদেশ দেয়, নিজেরা তা' পালন করে না, তারা ঐ মংগল হতে বঞ্চিত হয়, সমাজকে বঞ্চিত করে। তাদের সদুপদেশ দেওয়ার মধ্যে কোনই আন্তরিকতা থাকে না। তাদের কথা ও কাজে কোন মিল থাকে না। তারা কি বুঝাতে চান যে, তাদের সৎকাজ কখনও মংগলের হতে পারে না? এরূপ হলে অন্যে কিরূপে বুঝবে যে, তাদেরই বা সৎকাজে কিভাবে মঙ্গল হবে?

তারা কিতাব প'ড়ে অর্থাৎ আল্লাহ্র বাণী পাঠ দ্বারা মোটেও উপকৃত হয় না। বরং এরূপ পাঠ দ্বারা বৃথাই সময় খরচ করে থাকে। এজন্যই আল্লাহ্ এরূপ কিতাব পাঠকারীদের আক্কেলের উপর কটাক্ষ করেছেন।

এখানে আরো একটি কথা বিশেষভাবে প্রণিধান যোগ্য। এরূপ কিতাবধারীরা শুধু আগেকার জাতি গুলোতেই সীমাবদ্ধ নয়। বর্তমানের মুসলমানগণও এর অন্তরভুক্ত। কারণ তারাও কিতাবের অনুসরণ-কারী। বস্তুতঃ নিজেদের আমলের প্রতি অবহেলা করে, অন্যদের সদুপদেশ দেওয়ার রোগ অধিকাংশ মুসলমানের মধ্যেই দেখা যায়। এই রোগের বিষময় ফল মোসলেম সমাজের সর্বস্তরে দেখা দিয়েছে। এ রোগে পেয়ে বসলে জাতি যে আক্কেল হারা হয়ে পড়ে, বর্তমান মোসলেম জাহানে তার ভুরি ভুরি প্রমাণ মিলে।

এ রোগ হতে উদ্ধার করার জন্য হযরত ইমাম মাহদী (আঃ) সবাইকে আহ্বান জানিয়েছেন। যারা তাঁর এই পূণ্য আহ্বানে সাড়া দিয়েছে, তাদের কর্তব্য হলো তবলিগের সাথে সাথে আমলের উপর জোর দেওয়া, যাতে জনগণ নিছক উপদেষ্টার সান্নিধ্যে না এসে প্রকৃত কর্মীর সন্ধান পায়। আমাদের দেশেও কথা আছে 'আপনি আচরি ধর্ম অপরে শুনাও।'

সময় নয়, জীবন নষ্ট ঃ

আমাদের দেশে 'সময় নষ্ট করা' বলে একট কথা প্রচলিত আছে। কথাটা তলিয়ে দেখবার মত। সময় সম্বন্ধে গভীরভাবে চিন্তা করলেই দেখা যাবে, ইহা নষ্ট করা মানুষ বা অন্য যে কোন জীবের পক্ষেই সম্ভবপর নয়। সময় আমাদের ধরা ছোঁয়ার বাইরে। সময় কি দাঁড়িয়ে আছে, না অনবরত চলে যাচ্ছে, তাও বলা যায় না। সময় রোগ-বালাই বা জরা-মৃত্যুর আওতাভুক্ত কিনা তাও আমাদের জানা নেই। যাক, এসব কথা। আসলে কিন্তু সময় নষ্ট করার অর্থ দাঁড়ায় আমাদের জীবনের ক্ষয় সাধন করা। একটি উদাহরণ দিলে

কথাটা স্পষ্ট হয়ে উঠবে। ধরা যাক, কোন মিটিংয়ে ২০ হাজার লোক উপস্থিত হয়েছে। যার আগমনে মিটিং শুরু হবে, তিনি আধ ঘণ্টা দেরী করে এলেন। আমাদের দেশে এরূপ দেরী করে আসাটাই নিয়ম—সময় মত আসা যেন অনিয়ম বলেই গণ্য হয়। তা'ছাড়া যিনি যত বড় বা দায়িত্বশীল, তিনি তত দেরীতে এসে তাঁর গুরুত্ব উপলব্ধি করাতে চান। তাঁর আধ ঘণ্টা দেরীতে ২০ হাজার লোকের ১০ হাজার ঘণ্টা পরিমাণ 'জীবন নষ্ট হলো।' কারণ এই সময়টা জীবন হতে তো গেলো। ২০ হাজার লোককে সে বিনা কাজে আধ ঘণ্টা করে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে দিল। এই সময়টা একজন লোকের জন্য হয়ে দাঁড়ায় ৪০৬ দিন ১৬ ঘন্টা। অর্থাৎ ঐ মিটিংয়ে দেরী করে এসে ঐ সর্বজন মান্য ব্যক্তিটি একজন লোকের ১ বৎসর ১ মাস ২১ দিন ১৬ ঘণ্টা পরিমাণ জীবন নষ্ট করলেন।

এমনি করে 'সময় নষ্ট করার' আড়ালে কত মানব জীবন যে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, তা তলিয়ে দেখছি না। জীবনের যতটুকু সৎচিন্তা, সদালাপ এবং সব কাজে ব্যয় করা হয়, তাই নষ্ট হতে পারে না। জীবন, বিশেষ করে মানব জীবন আল্লাহ্‌র শ্রেষ্ঠ দান। ইহাকে অযথা নষ্ট করা একটি বড় পাপ বলে গণ্য হওয়া উচিৎ। আমরা গণ্য না করলেও আল্লাহ্‌র দরবারে ইহা অবাঞ্ছনীয় হিসেবে গন্য হবে বলে উপলব্ধি করা উচিৎ।

★

বিভিন্ন পত্র পত্রিকা হইতে

লণ্ডনে আহমদীয়া কন্‌ফারেন্‌স্‌

[লণ্ডন, ৭ই জুলাই, এ, পি, পি]

আগামী ১৩ই জুলাই (৬৮) তারিখে গ্রেটব্রটেনস্থ আহ্‌মদীয়া জামাতের ৫০তম বার্ষিক সম্মেলন এখানে অনুষ্ঠিত হইবে।

১৩ই জুলাই তারিখের প্রথম অধিবেশনে সভাপতিত্ব করিবেন Mr. Dingle foot, এম, পি। লণ্ডন মসজিদের ইমাম মিঃ বি, এ, রফিক, জনৈক ইংরেজ মুসলিম মিশনারী Mr. B. A. Orchard এবং বিশ্ব আদালতের বিচারপতি স্যার মুহাম্মদ জাফরুল্লাহ খান সম্মেলনে ভাষণ দান করিবেন।

১৪ই জুলাই তারিখে "ইসলাম ও মানবিক অধিকার" শীর্ষক বিষয়ের উপর বক্তৃতা করিবেন স্যার জাফরুল্লাহ্‌ খান।

স্যার জাফরুল্লাহ্‌ খান উক্ত অধিবেশনের সভাপতিত্বও করিবেন।"

মর্নিং নিউজ—৭ই জুলাই, ১৯৬৮

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে, লণ্ডন হইতে আহমদী বিতাড়ন বা তথায় তাদের প্রচার বন্ধের দাবীতে ইতিপূর্বে 'মাসিক মদিনা' প্রমুখ পত্রিকায়

যেসব বিভ্রান্তিকর সংবাদ পরিবেশিত হইয়াছে, পাক্ষিক আহমদী তার যথাযথ জবাব দিয়াছে। এক্ষণে লণ্ডন শহরের মধ্যে আহমদী জামাতের কর্মতৎপরতার দৃষ্টান্ত হিসাবে A P P পরিবেশিত 'মর্নিং নিউজ' এর উক্ত সংবাদটি পাঠ করিয়া সরল জনগন উপলব্ধি করুন যে, আমাদের বিরুদ্ধ পত্রিকাগুলি প্রকাশ্য দিবালোকের মধ্যে মিথ্যা প্রচারনার ভেলকী দেখাইয়া তাহাদিগকে কি পরিমানে বিভ্রান্ত করিয়া থাকেন।

★

জমাতে আহমদীয়ার উদ্যোগে

২২টি ভাষায় পবিত্র কোরানের অনুবাদ প্রকাশিত

করাচী, ১৮ই জুলাই—পি, পি, আই,

করাচী, ১৮ই জুলাই। জমাতে আহমদীয়ার পক্ষ হইতে ইতিমধ্যে ইউরোপ, এশিয়া এবং আফ্রিকার মোট ২২টি ভাষাতে পবিত্র কোরানের অনুবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। স্থানীয় আহমদীয়া তথ্য সরবরাহ কেন্দ্রের এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে উপরোক্ত তথ্য প্রকাশ করা হয়।

প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হইয়াছে, উক্ত জমাতের পক্ষ হইতে এশিয়া, আফ্রিকা, ইউরোপ এবং বিশ্বের অন্যান্য দেশে ব্যাপকভাবে ইসলাম ও পবিত্র কোরান প্রচারের কাজ চালানো হইতেছে।

দৈনিক আজাদ, ১৯শে জুলাই, ১৯৬৮ ইং

★

আবশ্যক

অফিসের কাজের জন্য বাংলা ও উর্দু জানা এবং মরকাজে কাজ করিতে ইচ্ছুক ব্যক্তিদের নিকট হইতে দরখাস্ত আহ্বান করা যাইতেছে। প্রার্থীকে বাংলা ও উর্দু পত্রাদির অনুবাদ করিতে হইবে। বয়স, শিক্ষাগত যোগ্যতা ও নিম্নতম কত বেতনে কাজ করিতে ইচ্ছুক, বিস্তারিত বিবরনসহ আবেদন করুন।

নাজির, বায়তুল মাল
সদর আঞ্জুমানে আহমদীয়া
রাবওয়াহ্, জিঃ ঝং।
(পশ্চিম পাকিস্তান)

শ্রীনগরে যীশু-মসিহ্‌র কবর
কাশ্মীর সরকার গবেষণা কার্যের জন্য পনের হাজার টাকা মঞ্জুর করিয়াছেন

[ষ্টাফ রিপোর্টার]

শ্রীনগর ৬ই এপ্রিল। সহরস্থ খ্রীষ্টধর্ম প্রবর্তক যীশু মসীহ্‌র কবরের অস্তিত্ব এখন আন্তর্জাতিক গুরুত্ব লাভ করিয়াছে। কাশ্মীর সরকার প্রাথমিক পর্যায়ে পনের হাজার টাকা এই উদ্দেশ্যে বরাদ্দ করিয়াছেন, যাহাতে উক্ত কবরের অস্তিত্ব সম্পর্কে ঐতিহাসিক সাক্ষ্য প্রমাণ একটি নির্ভরযোগ্য পুস্তকাকারে প্রকাশিত করা যায়। উক্ত অর্থ রিসার্চ বিভাগে জমা দেওয়া হইয়াছে এবং চলতি আর্থিক সালে এই উদ্দেশ্যে বড় রকমের অর্থ বরাদ্দ করার সম্ভাবনা রহিয়াছে। সংবাদে প্রকাশ, সরকার আন্তর্জাতিক এবং স্থানীয় বিশেষজ্ঞদের দ্বারা গঠিত একটি কার্যকরী কমিটির হস্তে উক্ত বিষয়ের পর্যবেক্ষন ভার সোপর্দ্দ করিতে যাইতেছেন। বলা হয় যে, শ্রীনগর সহরে উক্ত কবর অবস্থিত রহিয়াছে বলিয়া স্যার মুহাম্মদ জাফরুল্লাহ খানের প্রকাশ করার পর হইতে পাশ্চাত্য দেশ সমূহে এই সম্পর্কে অসাধারণ আলোড়নের সৃষ্টি হইয়াছে। ইহাও জানা গিয়াছে যে, মার্কিন এবং বৃটীশ রাষ্ট্রদ্বয় ভারত সরকারকে এই সম্পর্কে আলোকপাত করিতে অনুরোধ জানাইয়াছে। ইহা অনুমান করা যাইতেছে যে, খ্রীষ্টিয় জগতের জ্ঞানী বিশেষজ্ঞদের এক দল শীঘ্রই শ্রীনগরে আগমন করিবেন। যদি প্রমানাদি সরবরাহ হইয়া সত্য প্রকাশ পায়, তাহা হইলে শ্রীনগরকে খ্রীষ্ট ধর্মের একটি আন্তর্জাতিক তীর্থস্থানে পরিণত করিবার প্রস্তাবের উপর অত্যন্ত গুরুত্বের সহিত বিবেচনা করা হইবে, যাহার ফলে প্রতি বৎসর এই স্থানে লক্ষ লক্ষ খ্রীষ্টান এই কবর জিয়ারত করিতে পারেন।

[দৈনিক আফতাব, শ্রীনগর ৭ই এপ্রিল, ১৯৬৮ ইসাব্দ সংখ্যা নং ৭৮]।

একটি মহান ভবিষ্যদ্বানী এবং সত্যতার প্রকাশে উদীয়মান উপকরণ।

ইহা খোদার ইচ্ছা ছিল যে, সেই উজ্জ্বল আধ্যাত্মিক আক্রমণ এবং সত্য প্রকাশকারী যুক্তি হযরত মসিহ্ মওউদ (আঃ)-এর দ্বারা প্রকাশিত হইবে, যদ্বারা ক্রুশীয় মতবাদ খণ্ডিত হইবে এবং উহা বহু পূর্ব হইতেই নির্ধারিত ছিল; কেননা হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) এই ভবিষ্যদ্বানী করিয়াছিলেন যে, ক্রুশীয় ধর্ম লুপ্ত হইবে না এবং উহার উন্নতির মধ্যে কোন ত্রুটী আসিবে না, যে পর্যন্ত না মসিহ মওউদ (আঃ) আবির্ভূত হন এবং তাঁহার হস্তে (كسر صليب) ক্রুশ ধ্বংশ হয়। উক্ত ভবিষ্যদ্বানীর মধ্যে এই ইঙ্গিতই ছিল যে, হযরত মসিহ মওউদ (আঃ)-এর যুগে বা সময়ে খোদাতালার ইচ্ছায় এরূপ উপায় ও উপকরণের সৃষ্টি হইবে, যদ্বারা ক্রুশীয় ঘটনার প্রকৃত তত্ব উদ্‌ঘাটিত হইবে। অতঃপর উহার পরিসমাপ্তি হইবে এবং উক্ত মতবাদের আয়ু পূর্ণ হইয়া যাইবে; কিন্তু কোন যুদ্ধ-বিগ্রহের দ্বারা নয়, বরং শুধু আসমানী উপায় উপকরণের দ্বারা, যাহা জ্ঞান এবং যুক্তি প্রমাণের আকারে দুনিয়াতে প্রকাশিত হইবে। [মসিহ হিন্দুস্তানে, ৬৪ পৃষ্ঠা]

★

ঃ নিজে পড়ুন এবং অপরকে পড়িতে দিন ঃ

● The Holy Quran.		Rs. 16·50
● Our Teachings—	Hazrat Ahmed (P.)	Rs. 0·62
● The Teachings of Islam	,,	Rs. 2·00
● Psalms of Ahmed	,,	Rs. 10·00
● What is Ahmadiyat ?	Hazrat Mosleh Maood (R)	Rs. 1·00
Ahmadiya Movement	,,	Rs. 1 75
● The Introduction to the Study of the Holy Quran	,,	Rs. 8·00
● The Ahmadiyat or true Islam	,,	Rs. 8·00
● Invitation to Ahmadiyat	,,	Rs. 8·00
● The life of Muhammad (P. B.)	,,	Rs. 8·00
The truth about the split	,,	Rs. 3·00
● The economic structure of Islamic Society	,,	Rs. 2·50
● Some Hidden Pearls.	Hazrat Mirza Bashir Ahmed (R)	Rs. 1·75
● Islam and Communism	,,	Rs 0·62
● Forty Gems of Beauty.	,,	Rs. 2·50
● The Preaching of Islam.	Mirza Mubarak Ahmed	Rs. 0·50
● ধর্মের নামে রক্তপাত ঃ	মীর্যা তাহের আহ্মদ	Rs. 2·00
● Where did Jesus die ?	J. D. Shams (R)	Rs. 2·00
● ইসলামেই নবুয়াত :	মৌলবী মোহাম্মাদ	Rs. 0·50
● ওফাতে ঈসা ঃ	,,	Rs. 0·50
● খাতামান নাবীঈন ঃ	মুহাম্মাদ আবদুল হাফীজ	Rs. 2·00
● মোসলেহ্ মওউদ ঃ	মোহাম্মাদ মোস্তফা আলী	Rs. 0·38

উক্ত পুস্তক সমূহ ছাড়াও বিনামূল্যে দেওয়ার বহু পুস্তক পুস্তিকা মজুদ আছে।

প্রাপ্তিস্থান

জেনারেল সেক্রেটারী

আঞ্জুমানে আহ্মদীয়া

৪নং বকসিবাজার রোড, ঢাকা—১

খ্রীষ্টান এবং অন্যান্য জাতির নিকট ইসলাম প্রচার করিতে হইলে পড়ুন ঃ

১।	বাইবেলে হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)	লেখক—আহ্‌মদ তৌফিক চৌধুরী
২।	বিশ্বব্যাপী ইসলাম প্রচার	,, ,,
৩।	ওফাতে ইসা ইবনে মরিয়ম	,, ,,
৪।	বিশ্বরূপে শ্রীকৃষ্ণ	,, ,,
৫।	হোশান্না	,, ,,
৬।	ইমাম মাহ্‌দীর আবির্ভাব	,, ,,
৭।	দাজ্জাল ও ইয়াজুজ-মাজুজ	,, ,,
৮।	খত্‌মে নবুওত ও বুজুর্গানের অভিমত	,, ,,
৯।	বিভিন্ন ধর্মে শেষ যুগের প্রতিশ্রুত পুরুষ	,, ,,
১০।	বাইবেলের শিক্ষা বনাম খ্রীষ্টানদের বিশ্বাস	,, ,,
১১।	নজুলে মসিহ নবীউল্লাহ	,, ,,
১২।	ইসলামে খেলাফত	,, ,,

প্রাপ্তিস্থান :

এ. টি. চৌধুরী

কাছ্‌রে ছলীব পাবলিকেশন্স

২০, ষ্টেশন রোড, ময়মনসিংহ

এক টাকা অথবা সাতটি পনের পয়সার ডাক টিকিট পাঠাইলে এইসব পুস্তক পাঠান হয়।

Published & Printed by Md. Fazlul Karim Mollah at Zaman Printing Works.
For the Proprietors, East Pakistan Anjuman Ahmadiyya, 4, Bakshibazar Road, Dacca—1
Phone No. 83635
Editor : *A. H. Muhammad Ali Anwar.*